দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

আবাসিক এলাকা ও স্কুল-কলেজের পাশে কারখানা বিপদ বাড়াচ্ছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

রাজধানীর অনেক আবাসিক এলাকা ও স্কুল-কলেজের পাশে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের অনুমোদিত ও অননুমোদিত ছোট ছোট কারখানা। এসব কারখানার ধোঁয়া, বিষাক্ত পদার্থ ও দুর্গন্ধ এবং বিরামহীন উচ্চ শব্দ এলাকার বাশিন্দা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিপদাপন্ন করে তুলেছে।

পুরনো ঢাকার ধোলাইখাল, মৈশুন্ডি, সূত্রাপুর, রোকনপুর গেন্ডারিয়া, যাত্রাবাড়ি, নারিন্দা, নাজিমুদ্দিন রোড, রায়ের বাজার, টিপু সুলতান রোড, হাজারীবাগ, নাখালপাড়া, বড় মগবাজার, তেজ-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

নাজিমুদ্দীন রোডের আনোয়ারা বেগম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে রয়েছে একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ছবিতে স্কুলের ছাদের পাশেই ডান দিকে কারখানাটির চিমনি দেখা যাচ্ছে। —দৈনিক বাংলা

আবাসিক এলাকা

(প্রথম পৃঃ পর)

গাঁও সমিতি বাজার, রামপুরা, আরামবাগ ইত্যাদি এলাকায় রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা। এসবের মধ্যে রয়েছে ওয়েল্ডিং কারখানা, পার্টস তৈরির কারখানা, ঢালাই কারখানা, দিয়াশলাই কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

এসব কারখানার ব্যাপারে পৌর কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রায়ই অভিযোগ আসছে।

ঢালাই কারখানার লোহা গলানোর সময় বের হয় কার্বন মনোক্সাইড জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস। এসবের প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার, চর্ম-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

আবাসিক এলাকা ও স্কুল-কলেজ

(৮-এর পৃঃ পর)

প্রদাহ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগের বিস্তার ঘটার আশংকা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

নাজিমুদ্দিন রোড এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, আনোয়ারা বেগম মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেই রয়েছে প্রশস্ত ম্যাচ ফ্যাক্টরী। এর চার পাশে আবার রয়েছে বাসাবাড়ি। ফ্যাক্টরীর ধোঁয়া ও উৎকট গন্ধ বাশিন্দা ও উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান: স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আড়াই হাজার ছাত্রী রয়েছে। স্কুলের পাশে অবস্থিত ম্যাচ ফ্যাক্টরীর একটানা শব্দ, ধোঁয়া ও কেমিক্যালস মিক্সিং-এর সময় বের হওয়া উৎকট গন্ধে ছাত্রীদের [illegible] ক্লাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত একটানা কাজ চলে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও পৌর কর্পোরেশনে অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আরও জানান যে ফ্যাক্টরীটির ধোঁয়ায় প্রায় সময়ই ক্লাস রুম ভরে যায়। ফ্যাক্টরীতে প্রায়ই আগুন লেগে যায়। ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত বলে দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভাতে পারে না। এ অবস্থায় [illegible] মধ্যে স্কুল চলছে।

এ ধরনের কারখানা ঢাকা শহরের অনেক এলাকায় রয়েছে। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগরীতে পরিবেশ দূষণ সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন।